

লেডি Wilkinson ও ন্যারেটিভ

আমি বিদায় নিয়ে চলে যেতে উদ্যত, এমন সময় লেজের শেষ এক ঝাপটায় তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন।

“সত্যিই আমাকে এভাবে ফেলে চলে যাচ্ছেন?

আবার কবে দেখা হবে আপনার সঙ্গে?

থাকুন, আমার সঙ্গে গল্প করুন।

আপনি পস্তাবেন না।

ম্যাগির কথা।”

আমার ছুটির পরিকল্পনা ছিল সরল।

দু-দিন।

পরদিন সন্ধ্যায় আমার ইতালিতে ফেরার বিমান ধরার কথা ছিল।

কিন্তু লন্ডন থেকে ডাকছিলেন এক প্রবীণ অভিজাত মহিলা, আর আমি, এক আধা-রক্তের কালাব্রীয়, না শোনার ভান করতে পারলাম না।

“আপনি চান, আমি আপনাকে কতটা সময় দিই?”

তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত মনে হল, তিনি যেন ঠিকমতো শুনতে পাননি।

যেন ভুল বুঝেছেন।

কিন্তু না।

কথাটা সত্যিই আমিই বলছিলাম।

আর তিনি — অভিজ্ঞতায় সজ্জিত আর ভাবনার নিখুঁত স্বচ্ছতায় ধন্য এক ইংরেজ নারী — সুযোগটা তক্ষুনি চিনে নিলেন।

হেসে তিনি জবাব দিলেন:

“একটা গোটা জীবন।”

পৃথিবীর যেখানেই হোক, কোনো নারী যখনই বলেন:

“আপনি পস্তাবেন না,”

তার মানে, তোমার জন্য তিনি আগে থেকেই এক বা একাধিক চমক সাজিয়ে রেখেছেন।

এটা আমি শিখেছি সারা জীবন ধরে, আমার বহুসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ভেতরে।

যে নারীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁরা কখনওই একটা সংখ্যা ছিলেন না।

তাঁরা ছিলেন, সোজা কথায়, সেই পৃথিবীর উৎস, যার আমি অংশ।

আমি হোটেলে ফিরে গিয়ে ওদের জানিয়ে দেব আমার রওনা হওয়ার নতুন পরিকল্পনা।

তাঁকে আমি পাঁচটা দিন দেব।

এর চেয়ে কম কিছু আমি দিতে পারতাম না।

তবে আমাকে যেতে দেওয়ার আগে তিনি আরও একবার থামালেন আর বললেন:

“আজ আপনি যাঁকে মা বলে ডাকেন, তিনি আমার বন্ধু।

আমরা একই যুদ্ধে লড়েছি।

নিয়তি শেষ পর্যন্ত আমাদের আলাদা দুই দিকে নিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কেউই নিজেকে কখনও ভুলতে দিইনি।

শ্রদ্ধাটা খাঁটিই থেকে গেছে।

শ্রদ্ধাটা পারস্পরিকই থেকে গেছে।”

তারপর তিনি আমার দিকে তাকালেন এমন একজনের শান্ত প্রত্যয় নিয়ে, যিনি ইতিমধ্যে কয়েকটা জীবন কাটিয়ে ফেলেছেন, আর নিচু গলায় উচ্চারণ করলেন সেই কথা, যা সব বদলে দিল:

“স্বাগতম, ভাগ্নে।”

ফের্দিনান্দো